নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাদানী জীবন

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

বনু নাযীর যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত বিধান সমূহ (الأحكام المستنبطة من غزوة بنى نضير)

১. ইসলাম আসার পূর্বে শিরক ও কুফরী থেকে ইহূদী বা নাছারা ধর্মে গমন করা জায়েয ছিল। কিন্তু ইসলাম আসার পরে সেটি নিষিদ্ধ হয়। এখন পৃথিবীতে কেবল ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম (আলে ইমরান ৩/১৯)।

২. জিহাদের প্রয়োজনে ফলদার বৃক্ষ ইত্যাদি কাটা যাবে’ (হাশর ৫৯/৫)।[1]

৩. যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত নয়, বরং শত্রুপক্ষীয় কাফেরদের পরিত্যক্ত সকল সম্পদ ফাই (فئ)-এর অন্তর্ভুক্ত হবে, যা পুরোপুরি রাষ্ট্রপ্রধানের এখতিয়ারে থাকবে। তিনি সেখান থেকে যেভাবে খুশী ব্যয় করবেন। অনুরূপভাবে খারাজ, জিযিয়া, বাণিজ্যিক ট্যাক্স প্রভৃতি আকারে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যা কিছু জমা হয়, সবই ফাই-য়ের অন্তর্ভুক্ত।

জাহেলী যুগে নিয়ম ছিল, এ ধরনের সকল সম্পদ কেবল বিত্তশালীরাই কুক্ষিগত করে নিত। তাতে নিঃস্ব ও দরিদ্রদের কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে উক্ত সম্পদ নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে এবং পুঁজি যাতে কেবল ধনিক শ্রেণীর মধ্যে আবর্তিত না হয়, তার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে’ (হাশর ৫৯/৬-৭)। সে মতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত ফাই কেবলমাত্র বিত্তহীন মুহাজির ও দু’জন বিত্তহীন আনছারের মধ্যে বণ্টন করেন। কিন্তু কোন বিত্তবানকে দেননি। এর উদ্দেশ্য ছিল সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা। উল্লেখ্য যে, গণীমত হ’ল ঐ সম্পদ যা যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়। যার এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয়। বাকী চার পঞ্চমাংশ ইসলামী সেনাবাহিনীর মধ্যে বণ্টিত হয়’ (আনফাল ৮/১, ৪১)।

৪. ইসলামী এলাকায় ইহূদী-নাছারাদের বসবাস নিরাপদ নয়। সেকারণ রাষ্ট্র প্রয়োজন বোধ করলে তাদেরকে বহিষ্কারাদেশ ও নির্বাসন দন্ড দিতে পারে (হাশর ৫৯/২)।

ফুটনোট

[1]. এর অর্থ এটা নয় যে, সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য গাছ কেটে গুঁড়ি ফেলে রাস্তা বন্ধ করা যাবে। এটি নিষিদ্ধ। বরং সরকার রাষ্ট্রীয় বা সামরিক প্রয়োজনে এটা করতে পারে। শো‘আয়েব (আঃ)-এর কওম মাপ ও ওযনে কম দিত, রাস্তা বন্ধ করে রাহযানী করত ও জনগণকে কষ্ট দিত (আ‘রাফ ৭/৮৫-৮৬)। সেকারণ তাদের উপর মেঘমালা আকারে আগুনের গযব নেমে আসে এবং এক নিমেষে সবাই জ্বলে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় (কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা শো‘আরা ১৮৯ আয়াত; দ্রঃ নবীদের কাহিনী-১, ২৭১-৭৩ পৃঃ)।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5494

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন